পরিণতির পোস্টমর্টেম

'পরিণতি' কি কোন পরব
যাতে যোগদানের অভিলাষে আমাদের
জন্ম থেকে প্রস্তুতির যাত্রা?
প্রেমে পড়েছো? গন্তব্য - বিয়ে, বাচ্চা, সংসার।
করছো পড়াশুনা! শেষ করলে যাচাই করো চাকুরী বাজার।
জুতে যাও জীবিকা নামক হালে, বলদ হিসেবে ঘুরতে থাকবে
বিরামহীন সাতান্ন অব্দি।
অথচ আমি সুনিশ্চিত জানি
এই একই কাজগুলো দেখেছে গতশতাব্দী
বা তারও আগের সময়;
তার মানে পরিণতি আদতে
পুনরাবৃত্তির বৃত্তালন ছাড়া কিছুই নয়!

রচনা কাল : ১১.১০.০৭

লুটপাট ছেলেবেলা

অমন মাঠে আমাদের ছোটাছুটি হবে না আর
কোন নিকট ভবিষ্যতে, আমাদের 'মধু' থাকবে এখন
স্মৃতিতে - অতীতে;
সেদিন গিয়েছিলাম পুরোনো পাড়ায় ইসাবেলা
যেখানে পড়ে আছে বালিকাদের
বৌচি দাড়িয়াবান্ধা গোল্লাছুটের ছেলেবেলা।
সেখানে এখন কারও পাজামায় জমে না
আদরের চোরকাঁটা, মাঠের দখল নিয়ে হয় না
ছেলেতে মেয়েতে তুমুল তর্ক আড়ি কাট্টা।
একপাশে ন্যায্য(!)মূল্যের বিডিআর শপ
তার গায়ে কমিউনিটি সেন্টার, এ দুটো ঘিরে
টুকটাক বাজার; সব চেপে দমবন্ধ পাড়ার।
আমাদের লালমাঠ, কয়েক হাজার লোকের
একমাত্র ঈদগাহ, বাচ্চাদের একটু সবুজ
সব কেড়ে নিয়েছে আধুনিক প্রয়োজনের রাক্ষস
তোর-আমার চোরকাঁটা ভালোবাসা, গায়ে সেন্ট
মেখে বিডিআর শপে বিকোচ্ছে খাসা।

রচনা কাল : ২৬.১০.০৭

তোমাকে ভেবে

তোমাকে ছুঁব ভেবে রাত রাত জেগে থাকা
তোমাকে ছুঁব ভেবে স্নানে সুগন্ধিতে নিজেকে মাখা
তোমাকে ছুঁব ভেবে নিরাভরণ আমি নিরাবরণ মননে
কত না বার
দূরত্বটা অনেক সে তো জানা আমার।
তোমাকে ছুঁব ভেবে বাঁচা আরও একটি দিন অথবা রাত
তোমাকে ছুঁব ভেবে শূন্যে বাড়ানো থাকে
ক্রমাগত প্রতীক্ষাক্লান্ত দু'টি হাত।

রচনা কাল : ১০.১১.০৭

ঘূর্ণাবর্ত

শূন্যের জীবন আবার শূন্য দিয়ে গুণ
ছকের ঘর-স্বামী-সন্তান কিছুই হবে না আমার
শখের লেখালেখি- গান, ভাবনার অজানা নাও,
সেও দিয়েছি নির্বাসন
বরণ করতে 'স্বাভাবিকতা'র কারাগার।

কলোনিয়াল সূর্য ডুবে গেছে কত না বছর
আমাদের রেকর্ডের পিন ঘষটায়
এখনো নামী ক্লার্কের ভিসিটিং কার্ডের ছাপায়।

অতঃপর শয্যাত্যাগ, প্রাতঃকৃত্য, এবং ভোঁ দৌড়
যৌবনের যযাতি যাঁতায়।
দেখতে দেখতে সাতান্ন বছর -
আমরা জন্মাই মুক্ত মানুষ হয়ে
তারপরে প্রস্তুতি শুধুই বনতে
বনেদী নোকর।

রচনা কাল : ১১.১১.০৭

আমরা আদতে কেউ বেঁচে নেই

নির্বোধ বসে থাকি, মৃত মাছের চোখ
ততোধিক জীবন্মৃত মানুষদের দিকে
তাক করে ফেলে রাখি
চেতনানাশক ওষুধের মতো
গুঞ্জরিত আমিত্ববোধে
বিবেকের বন্ধক রেখে, বাঁচা বাঁচা খেলা খেলি
'জীবন যাপন ' করি।

আমরা আদতে কেউ বেঁচে নেই
আমাদের সম্ভ্রম নেই, সুকুমার বৃত্তি নেই
নেই হাসিতে রং;
ভালোবাসায় মমতায় কেবল অভিনয়ের খাদ
আমাদের মেকি ভালোবাসা,
আমাদের মিছামিছি ভালো রাখা,
আমাদের ফ্যাশন চর্চিত শরীর আছে,
আছে বাড়ি গাড়ী ইত্যাদি ইত্যাদি আরো অনেককিছু
আমাদের দেহ আছে, দেহের ভেতরে আত্মা নেই,
আমরা আদতে কেউ বেঁচে নেই।

রচনা কাল : ১৬.১২.০৭

ইসাবেলার জন্যে 'সখী' মেলা

একদিন এলোচুলে একটা পূর্ণ দিন হবে
গা এলানো, এলামেলো চুল, উদোম শরীর
চরম ঠান্ডা; আমি কিছুতেই উষ্ণীব, হিমকন্থা জড়াব না।
তুমি আমাক মাথা থেকে পা পর্যন্ত তোমার দৈর্ঘ্য দিয়ে
ঢেকে দেবে। আমরা অনেক গল্প করব, কার্টুন দেখব,
মদমুক্ত দেশে লুকিয়ে জিন্ পান করব দেদার।
আমি জানি আমাদের কখনো ঘর হবে না দু'জনার।
তাই ঐ একদি দিন আমরা পরস্পরের ক্লান্তিতে
ঠেস্ দিয়ে মনের কথা বলব, তারা ঝরে যাওয়ার কষ্ট,
প্রথম চুমুর শিহরণ, প্রতিদিনের একটু একটু মৃত্যু সরিয়ে
বাঁচার অভিনয় বরণ- এগুলো কিছুই করব না গোপন।
চব্বিশ ঘণ্টা অনেক সময় ইসাবেলা,
একদিন, একটা পূর্ণাঙ্গ দিন আমরা চলো বসাই
পুরানো 'সখী মেলা'।

রচনা কাল : ২০.১২.০৭

রেজগি পদ্য

১.
অধরে অভিমানের বিষ
ভুলে যাই যদি তুই
চুমুতে তুলে নিস্

২.
তোকে পেলাম কাল স্বপ্নে
সুন্দরী রাই
সেখানেও তুই যেন দিচ্ছিস
আমায় ঘাঁই
প্রেমেরই তরে

৩.
যদি ডুবে যাই
পায়ে পাথর বেঁধে দিস্
যেন কখনো ভাসতে না পারি
যদি ভালোবাসিস এমনভাবে আসিস
যেন দুজনে কখনো হয় না ছাড়াছাড়ি

৪.
'অসভ্য' হতে ভালো লাগে
ভরে দিতে চাই তোর
সুগন্ধী দেহ লাল দাগে

৫.
শুদ্ধ সুন্দর কাকে বলে
জানতাম না তোর
দেখা না পেলে

৬.
তুই কি আমার প্রথম ভোর
যার হতে দিয়েছিলাম
মূল্যবান একমুঠো রোদ্দুর?
তুই আমার ব্যস্ত দুপুর
রাত জাগা রাতের
সেই বিষণ্ন সুর
নিরন্তর নির্বাসন, নিরাশপুর;
তুই আমার বেঁচে থাকার
একমাত্র জীয়ন্ত সম্ভর।

৭.
আমার অগণন আঁধার
অজস্র ইচ্ছামৃত্যুর রাত
সবুজ ওড়না, সিলিং ফ্যানের হাতছানি
মহামারী ভাবনা আর অরক্ষিত চেতনা
জানে
কি অসহায়ভাবে ধাবিত আমি
ইসাবেলা, তোমারই পানে!

৮.
সুখের অসুখ যখন হয়
করে শুধু হারাবার ভয়

৯.
যখন বাই খেয়া বিষণ্নতার
তুমি কেন হও না বৈশাখী ঝড়
দুর্নিবার?

১০.
কালকেউটে! তাও সই।
ঢোঁড়াসাপের সব মেনে নেয়া চরিত্র হলে
আমি তার কিছুতেই নই।

১১.
বুকের গুঁড়িতে ছেনি-হাতুড়ি-বাটালি
নির্বিকার সখী চালালে অকস্মাৎ
অথচ তখনো আমি ব্যথাতুর
সর্বাঙ্গে তোমার দেয়া রোদের আঘাত
খবর নিলে না।

১২.
আমার তুমি সবটা নিলে মেয়ে
জানো আমি কেমন আছি
ভালোবাসার মদ না খেয়ে?

১৩.
ইথার ভারোবাসায় ভরে না মন
চাই তোমাকে, করে অনেক আপন

১৪.
নীরবে করি করুণা, কাকে?
নিজেরই মতো ভীরু, নতজানু
হয়তো আমার আমাকে।

১৫.
মাখন বদন
আর কি
লাগে তখন?
বাজলো শরীর বাদ্য
অন্যতে মজায় মন
সে তো ভগবানেরও অসাধ্য।
সমর্পিত তোমাতেই
দেহ-মন-প্রাণ,
জানুক পৃথিবী
তুমি কি চাও প্রমাণ!

১৬.
সখী মোর সন্ধ্যায়
নিম্ন আঁধার

পাঁজরে বিষের জ্বালা
পুড়ে পুড়ে ছারখার;
এসো না কাছে
তুমিও জ্বলবে সেই আঁচে
দূরে থাকো সেই ভালো
পারো যদি উপশম ঢালো।

এত সহজ তোমার প্রস্থান!

প্রিয়তমা চলে গেলে, সরে গেলে দূরে
প্রেমিকপ্রবর না কি হয়ে যায় নিঃসঙ্গ
এই যে 'তুমি' নেই খুব কাছে
নিঃশ্বাসের পাশে বোধ; এ তো আমাকে
এক মুহূত্বের জন্যেও করে না ত্যাগ, তাহলে?
ভালোবাসা, বাঁধলে বাসা, অন্য ঘরে
তাকে যতবার মনে পড়ে, ততোবার হয়
ভঙ্গ নিঃসঙ্গতার ক্রোধ
ঐ যে সিগারেট, তার জ্বালা ম্যাচবাক্স
যত দূরে থাকে একে অন্যকে যেভাবে পোড়ায়
প্রাক্তন বর্তমান সব প্রেমিক প্রেমিকা
ভালোবাসার বড়শিতে
সেভাবেই গাঁথা হায়!

রচনা কাল : ২১.১২.০৭

উত্তুঙ্গ বাজি

তুমুল বাজি তোমার স্পর্শে
উত্তুঙ্গে যখন দেখি তোমার
দু'চোখ ভরা বিষাদের গভীর ছায়া
বিহ্বল আমি দু'হাতের তালুতে
শুধু অশ্রু ধরে রাখি,
ঝরে পড়ে বাঁধাহীন, অবিরাম।
ভালোবাসার হরিয়াল আহ্বান
জানে ভাগাভাগি এসব বোধ
করে তুলেছে নিজেদের
পরস্পরের কাছে কাঙ্ক্ষিত 'প্রেমাস্পদ'।
আমি তোমার দুঃখের
সমারূঢ় বন্ধু হতে পেরে
গর্বিত আজ।

রচনা কাল : ০৬.০১.০৮

সাঁতার

সূর্য বাসা বেঁধেছিলো সেই গভীর সন্ধ্যায় তোমার হলুদাভ ত্বকে
স্পর্শের নদী ছুটছে দু'জনার শরীর বাঁকে
ছোট ছোট কথা চেরী ফলের মতো গুঁজে দিচ্ছ তুমি
আদরের ফাঁকে ফাঁকে
আমাদের ছোটবেলা, বেড়ে ওা, পরস্পকে অনুভূতিতে গাঁথা
এসব কেমন ঘণ্টা দেড়েকের দেখায় ভেসে উঠলো মনোসীমানায়
তোমার মতো দক্ষ ডুবুরী ই তো পারে
আমাকে ভরে তুলতে সাঁতারু হবার অপার সম্ভাবনায়

রচনা কাল : ১৯.০১.০৮

নিরাঘাত মৌচাক

মধু আহরণের মৌয়াল হয়ে ভাঙ্গা হবে না তোমার মৌচাক
বিদ্ধ মাছের মতো জালে আটকে পিষ্ট জীবন জেনে গেছে
মিথ্যে জীবিকার সোহাগ
বুকের আগুন ডানা ঝাপ্টে চলে দেহের খাঁচায়
জোয়ার-প্লাবন পায়ের সীমানায় লুটোপুটি খায়
ঝনঝন কাঁচা টাকার স্বাদে সব উত্তাল ইচ্ছা মরে হেজে যায়
শুকোয় না ক্ষত, শুকোয় না ভেজা হাড়
জয়ী হয় আটপৌরে প্রয়োজন, যন্ত্রের সংসার।

রচনা কাল : ০৭.০২.০৮

অসভ্য হতে চাই

কখনো ইচ্ছে করে অন্ধ হই,
সভ্যতার আহ্বান বিসর্জিত প্রাচীন খোলামেলা মানুষ হয়ে উঠি।
রাজপথের সুষমাকে জঙ্গল ভেবে তোমাকে নিয়ে মেতে উঠি,
অরণ্যচারী মানুষের মতো সারল্যে।
সব ভুলে শুধু তোমার গ্রীবার কারুকার্যে, পুরু ঠোঁটের কার্পেটে
এঁকে রাখি তোমার এলোমেলো ছবি;
আমার ইচ্ছে করে হিসেব নিকেশ চুকিয়ে,
প্রকৃত রমণে তোমাকে উষ্ণ করে তুলতে,
ধরা চূড়া চার দেয়ালের সীমানা ভুলতে।
আমার ইচ্ছে করে তোমার শরীর আমার শরীরের ছাঁচে ফেলে
দর্জির মতো নিবিড় মাপতে।

রচনা কাল : ০৭.০২.০৮

জারজ সময়ে বন্দী জীবন

কর্মস্রোতে ভেসে যাই, বিবিধ ব্যাখ্যায় কেটে যায় দিন
অর্থহীন কোলাহল কেমন যেন আচ্ছন্ন করে রাখে সারাটা সময়
আড্ডার ভায়োলিন ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়
দুধে টক দেয়া ছানা হয়ে ফেটে যায় আমার যে কোন
জমাট আয়োজন। জারজ সময়ের সহোদর হয়ে তবু হেঁটে চলি
ছাঁচের পথে নিরূপায় আমি।
হিসেবের ঘরে জেনে গেছি ক্রেডিট হবে অনিদ্রার ব্যাকুল রাত,
অনাকাঙ্ক্ষিত কাক প্রতিবিম্ব, প্রতিদিনের অনিচ্ছাতে বাঁচার আয়ুটুকুই।
আমি নিজেকে বিশ্বাস করি না, ব্যক্তি আমার সাহসে আস্থা রাখি না,
তাই তোমাকে সামনে আনি না;
অনেক অনেক ভালোমানুষের কার্বন কপি 'আমি' সত্যকে সত্য বলে
জানবার হিম্মত রাখি না।
তুমি আমার 'গোপন' হয়েই রইলে।
আত্মার মৃত্যু ঘটিয়ে আমিও ছাঁচের পথে নির্বিকার রয়ে যাই
এই অদ্ভুত চাক্রিক বেঁচে থাকা থেকে তোমার-আমার
আমাদের কারও মুক্তি নাই।

রচনা কাল : ২৬.০২.০৮

প্রতারণার শান্ত মোমবাতি

তুমি প্রতারণার শান্ত মোমবাতি আলো দেবে কিন্তু পরিষ্কার নয়
মিথ্যে কল্পনার ফানুসে আটকে বিভ্রমের কানাগলিতে ছায়া আর
সত্যি অস্তিত্বের পার্থক্য খুঁজে মরবে তোমার দয়িত।
নিটোল শরীরের ফাঁদে, কুহক জেনেও পতঙ্গসম দেবে ঝাঁপ।
তারপর পুড়ে যাওয়া
সয়ে যাওয়া
ভালোবাসার তেইশ পরতে বিভ্রান্ত বিস্মৃতি
শালিক ডানায় ঘুম।
সব শালা আদতে শূয়োরের বাচ্চা
সব শালী ছিনাল পাক্কা
নিজেরটা বুঝে নিয়ে
ছুঁড়ে দেবে গন্ধযুক্ত ডাস্টবিনে।

রচনা কাল : ২৮.০২.০৮

'উ' দের ভবিষ্যত সঙ্গম

জরুরী অবস্থাতেও নির্বাচন করা যায়
এ যেন এইডস রোগীর সহস্র কনডম
সহযোগে সঙ্গমের তীব্র আকুতি
কত আর অধম জনগণকে বেহুদা আশ্বাস
কত আর ক্ষমতা না ছাড়ার ধানাইপানাই গীত!
একমাঘে যায় না কো শীত-
জেনেছে আটকুড়া জেনারেল আঠারো বছর আগে
দেখার বিষয় কে কখন কতটা ইজ্জত হারিয়ে
ভাগে; অবশ্য লোভীদের মান থাকে না।

রচনা কাল : ০৯.০৩.০৮

খসে পড়ুক হলুদ সময়

তোমার এতটুকু অসুস্থতার পূর্বাভাস
আমার দিনগুলোকে পলেস্তারা খসা
মুখ ব্যাদান দালান করে তোলে
বাতাসে না ভাসলে তোমার সুস্থতার স্বাস্থ্যকর সুবাস
উতল আমি দুর্বলচিত্তে দুহাত তুলি আকাশপানে;
স্বেচ্ছাবন্দী সন্নিকটে পান্ডুর দিন কে চায়?
অতএব ইসাবেলা, সব অসুখ করো ঝেঁটিয়ে বিদায়
প্রিয় পানীয়ের শুদ্ধ পাত্র হতে
যেন হলুদ সময় খসে পড়ে যায়।

রচনা কাল : ১১.০৩.০৮

মানবীমঙ্গলের সলজ্জ উপাখ্যান

প্রেমাতুর কিশোরীবেলা, ঠোঁটে ঠোঁটে সর্ষের ঠোকাঠুকি
মানবীমঙ্গলের সলজ্জ উপাখ্যান, সে তো ইসাবেলা
তোমার একক অবদান।
খুঁজে ফিরি সেইসব রঙ্গীন বেহুল দিন
তমিস্রার বুক চিরে,সন্ত্রাসের লেলিহান শিখা চাপা পড়ে
আবার আসুক ফিরে, আমাদের দীর্ঘ দুঃখের মতো বিবর্ণ
সুখী সুখী ভাবের ক্ষণ নিবাস,
সেই দিন, সখী সে-ই- দি-ন
ভান করে হলেও দিও একটুখানি আশ্বাস যে
তুমি আমারই রবে।

রচনা কাল : ১১.০৩.০৮

গা ছমছম

বুকে ব্যথা, তাই গিয়েছিলে হৃদয় বিশেষজ্ঞের কাছে
তোমার এসএমএস থেকে জানতে পেলাম
হৃৎপিন্ড এত ছোট যে সেখানে জায়গা অনেক কম
ইদানীং তোমার কষ্ট হচ্ছে কাজের মাঝে পেতে দম
অথচ অবশেষে জানালে সেই ছোট্ট জায়গায়
করেছো স্থান একজনের জন্যে অনুপম
তার নাম আমারই নামের আদ্যাক্ষরে শুরু,
শুনে প্রথম প্রেমের মতো আবারো গা ছমছম।

রচনা কাল : ২২.০৩.০৮

অ-মুক্ত

তোমাকে আদর করি, লবণ হ্রদে ঠোঁট জিভ্ সঁপে দিয়েও
আমি কেঁপে উঠি না তূর্য আনন্দে ইসাবেলা
ভেতরে ভেতরে ক্ষয়রোগ আমাকে ভঙ্গুর করে তোলে প্রতিনিয়ত;
আমার উচ্ছ্বাসের স্টার্টার কবেই কানা হয়ে গেছে!
এই ভীষণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গড়ে দেয়া করণিক দপ্তর
আমার আমিত্ব লোপাট করে মৃতদের এসাইলাম গড়ে যাচ্ছে
তিনশত পঁয়ষট্টি দিন বা প্রতি বছর।
আমার মুক্তি নেই ইসাবেলা এই ঘানি টানার রজ্জু হতে।

রচনা কাল : ০৯.০৪.০৮

আধুনিক এলিজি

ইসাবেলা,
তোমার-আমার এভাবে দেখা হবার কথা ছিল না
সমূহ মরুপ্রবণ বাংলাদেশে তাপানুকূল যন্ত্রের
নাভিশ্বাস উঠিয়েও শীতল হওয়া যাবে না
এমন আবহাওযায় আমাদের মিলন আযোজনের কথা ছিল না।
কাজে-অকাজে মোবাইলের টুকটুক টোকায় চলে যাবে
মনের সব নিভৃতি, পুড়ে যাবে মনেতে রাখা দিস্তা চিঠির মুসাবিদা
তেমন জ্বলে যাওয়া দেখানো ভালোবাসায় 'আই মিস ইউ'
শব্দ ছুঁড়ে দেবার দরকার ছিল না।
আমাদের কখনো আধুনিকতার ছোঁয়া দেয়া
ভালোবাসা-প্রেমের আঁশ ছাড়ানো দগদগে রূপ
দেখবার কথা ছিল না;
গোপনে হেসে কিউপিড বলছে,
একবিংশ শতাব্দীর ভালোবাসায় এভাবেই না কি দেখা হয়,
আমাদের তবু সৌভাগ্য একেবারে ভার্চুয়াল প্রেম নয়!

রচনা কাল : ১২.০৪.০৮

তুমি ছাড়া, কেউ নয়

তখন শেষ রাতের শিরশিরে ঠান্ডার মতো অনুভূতি সারাটা শরীর জুড়ে ইসাবেলা
মিলনের শেষ রেশটুকু সরাতে গিয়ে আবার আদর উন্মুখ কাতরতা কোষের ফাঁকে
ফাঁকে; ফিনফিনে কাঁথা হয়ে তুমি জড়িয়ে ধরলে আমাকে যেন তা বুঝতে পেরেই।
এই কোমল গান্ধার, এই সহজিয়া অনুভবের অনুপম ভার বইবে তেমন সুহৃদ
এ পুরুষালি গ্রহের কেশরের তলায় কবে কখন জমাট বেঁধেছে!
তোমার খননে তাই আমি-ই একমাত্র মায়া সভ্যতা, যার নিত্যতার আবিষ্কারক
তুমি ছাড়া আর কেউ হবার যোগ্যতা রাখে না।

রচনা কাল : ১৫.০৪.০৮

প্রণতি

তুমি তোমার মেঘ থেকে আমাকে এক পশলা বৃষ্টি দাও
ছত্রিশ গড় তাপমাত্রা, বিদ্যুৎ পানিবিহীন শহরে
আমি থিতু হই শৈত্য মগ্নতায়।
মাঝে মাঝে শীলা বৃষ্টি হয়েও তুমি ঝরতে পারো,
আমার আপত্তি থাকবে না।
আবহাওয়ার বাঢ়বানলে ভালোবাসাবাসির স্পৃহাও
ক্রমেই যাচ্ছে উবে। নিজের দেহের তাপ যেখানে
প্রাণসংহারী সেখানে ইসাবেলা তোমাকে সঙ্গম আহ্বান
জানাই কিভাবে?!
আরো একবার তোমাকে প্রকৃতি মাতা মেনে
নত হয়ে জানাই প্রণতি, তুমি তোমার মেঘ থেকে
বরষ শান্তিরও বৃষ্টি।

রচনা কাল : ২৫.০৪.০৮

আদি মন

কি দারুণ বিকেল নামে কৃষ্ণচূড়ার বুক চিরে
আমি অবাক তাকিয়ে রই। ইচ্ছে করে বিল্বপত্রে সাজিয়ে
সেই বিকেলটা আমি তোমার হাতে তুলে দেই। পারি না।
তোমার সিনথেটিক ভয়েসের উঠানামায় আমি বুঝতে পারি না
ঐ আশ্চর্য মনে তখন কেমন খেলা চলছে।
পৃথিবীর প্রেমের ইতিহাস কৃত্রিম ভূ-উপগ্রহ
কিংবা স্যাটেলাইটের কল্যাণে পাল্টে যাচ্ছে প্রতি মিলি সেকেন্ডে।
শুধু আমি ইসাবেলা, প্রাচীনপন্থী কোন আদিবাসী নারীর মতো
তোমার সত্যি কণ্ঠ শুনব বলে দাঁড়িয়ে থাকি কান পেতে
চোখ খুলে কম্বিনেশন লকের দরোজার সামনে, হয়তো অনন্তকাল।

রচনা কাল : ২৫.০৪.০৮

কিভাবে কি ঘটে!

জানি না কিভাবে কি হয়!
যখন আমি হতাশ নিরতিশয়,
একরাত্রির সহযাপন, আমাকে ফিরিয়ে দেয় নবজীবন।
আবার পথ হাঁটি হয়তো পূর্বের একই অসহ্য পথে
কিন্তু তোমার হাত ধরে চলি বলে সেই অসহনীয় বোধটুকু
খামচে ধরে না কলজের বারান্দা, টপকে পার হয়ে যাই।

রচনা কাল : ০৩.০৫.০৮

হারিয়ে যায়

তোমার রসস্থ পদ্মফুল যখন পাপড়ি মেলে আমার আদর নেয়
সব কষ্ট, না পাওয়া হারিয়ে যায়;
তোমার শরীরে, বুকের খাঁজে, জাগ্রত স্তনের বৃন্তে
আমার শান্তির সবটুকু উপায় গ্রথিত।
তোমার শরীরের গন্ধ, আস্থার আলিঙ্গন আমাকে
বাঁচার পথে হাঁটায় বারবার।
কি আকুল আগ্রহে আমি তোমার সাথে কথা বলি,
তা কি তুমি টের পাও ইসাবেলা?
ভালো থেকো এ পৃথিবীর যেখানেই থাকো।

রচনা কাল : ০৩.০৫.০৮

গোপন গোপন খেলা

আকাশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছেয়ে গেছে ভারী মেঘের চাদরে
সবটা দেখে আমি ভয়ে আমি তোমার বুকে মুখ লুকালাম।
জরুরী অবস্থা ভঙ্গ করে তুমি বজ্র হেনে
বাববার আমাকে সর্বস্ব ধুয়ে নেয়া বৃষ্টিতে ছাপিয়ে দিলে।
এই যে গোপন গোপন খেলা, এই যে মধুর সংঘর্ষের
সমূহ দুপুর-বিকেলবেলা, অভ্র রং এ রাঙিয়ে তুমি চলে গেলে;
পৃথিবীর প্রেমিক প্রেমিকাদের চোখে ফেললে আলো
এমন মিলনের ডাটাবেইজ কি মেলে?
সে আমি জানি না ইসাবেলা।
আমার রক্তিম সত্তার সব কটা ড্রাইভ জানে
কোথায় ক্লিক করলে ইগনিশন কি তা লিখা আছে
তোমার ই মনে।
সুখের পারিজাত দিন, অভিলাষী উচাটন, মেহেদী রাঙা হয়ে উঠে
তুমি, শুধু তুমি কাছে এলে। ভালোবাসার প্রতি পরতে তোমার
সুবাস জড়িয়ে থাকে,প্রতিক্ষণ...

রচনা কাল : ২৪.০৫.০৮

আকাশের সাথে বন্ধুতা

আকাশ তুমি আমার কতটা কষ্ট নিতে পারবে?
ভেবেছিলাম সামান্যই। এখন জানি জানালার ফাঁকে
যতটা দেখি তার চাইতে অনেক বেশী তোমার ব্যাপ্তি।
আমার অনিচ্ছা,আমার অতৃপ্তি, বিদ্রোহের অনেকগুলো সুর
দলামোচা পাকিয়ে যখন আমাকেই করছে বিদ্ধ,
তখন তুমি আকাশ আমাকে বললে শক্ত হতে, সহ্য করতে।
দু'চোখের কোলে নোনাজল নয়, রক্তের ধারা সেই মুহূর্তে,
পিষ্ট হতে হতে, নিজেকে সহ্যের মাঝে প্রযুক্ত করতে করতে,
আমি তোমাকেই বন্ধু জানলাম আকাশ।

রচনা কাল : ৩১.০৫.০৮

অনাহূত মানুষ এর ফালতু কথা

মানুষ ছিলাম, আমিও না কি মানুষ ছিলাম
আমারও ছিল দুধগন্ধী শৈশব, অস্থিরতার কৈশোর
তারুণ্যের উঠতি হাওয়ায় গুলতানির অষ্টপ্রহর!
কখন ছিল? আমি স্মৃতি হাতড়ে বেড়াই।
ঘোর বর্ষায় জমকালো বৃষ্টিতে, চমকানো বিদ্যুতে
আমারও কখনো ভাগ ছিল, তা খুঁজতে
আমি এখন মনের পথে পিছু হাঁটি-
মন বলে কাষ্ঠ হেসে, "ধুর বোকা,
দিন চলে কি স্মৃতির তাপে নিজেকে সেঁকে?

তোর মনে এখন জীবিকার জিয়ন কাঠি,
তুই এখন সংসারী, টেনে যাবি ঘানি
তোর চলবে যখন তখন যত্রতত্র তলব
তুই জানিস না সংসার মানে জোড়া বলদ!"

রচনা কাল : ০৪.০৬.০৮

তরঙ্গায়িত শব্দের আকাঙ্ক্ষায়

তোমাকে আদর করব না, ছুঁব না, তোমার শরীরে আঁকব না
আমার ছাপচিত্র-শুধু তোমার সামনে বসে একবেলা কথা বলব।
হয়তো আমার দৈনন্দিন সেই আলাপচারিতায় উছলে পড়বে,
তুমি বিরক্ত হলেও মনোযোগ হারাবে না, আমি আঘাত পাবো
এই আশঙ্কায়।
ইসাবেলা, তোমার রূপ-রস-গন্ধ সবই আমার অধরা,
তোমার কণ্ঠেই আমি বেঁচে থাকি সহস্র সেকেন্ড,
মিনিট-ঘণ্টা অথবা বছর, সেই স্বরই যদি থাকে অনুপস্থিত
আমি কিভাবে বাঁচি? তাই আজসহ গত কয়েকরাত
বা আগামীর আরও কয়েক রাত আমি জেগে আছি
জেগে থাকব তোমার তরঙ্গায়িত শব্দের আকাঙ্ক্ষায়।

রচনা কাল : ২৭.০৬.০৮

প্রেমের মড়া জলে ডুবে, অভিনয়ে...

তার সাথে আমার প্রকাশ্য বা গোপন
কোন কথাই ছিল না তখন বা এখন
সে কখনো আমার বুকের গভীর সুড়ঙ্গে
আলো ফেলে দূর করতে পারেনি জমাট আঁধার
আমিও ফিকে করতে পারিনি
তার মনে জমে থাকা গাঢ় অন্ধকার
সে বা আমি কাগুজে বাঘের কাছে সমর্পিত হয়ে
দুর্বোধ্য হতাশায় একে অন্যকে বা নিজেকে
প্রশ্ন করেছি, তুমি কে, আমি কে,
আমরা কে কার অধিকার?
উত্তর মেলেনি।
শুধু প্রতিরাতে অ্যাশট্রেতে যুক্ত হয়েছে পোড়া
সিগারেটের ফিল্টার। এভাবে আমরা আমাদের
প্রলম্বিত নিষ্ফল সম্পর্ককে হত্যা করার চেষ্টা করেছি
বারবার। একটি সিগারেট, পাঁচ মিনিটের আয়ুক্ষয়,
আমরা ভেবে চলি মৃত্যুই হয়তো ঘটাবে ইতি
আমাদের দ্বৈত নিঃসঙ্গতার।
আদতে কি তা ঘটে? হীরক দ্যুতি নিয়ে এ প্রশ্ন
জেগে থাকে দু'জনের মানসপটে।
উত্তর অজানা।

রচনা কাল : ২০.০৭.০৮

তোমাতেই স্থিত

নিঃশ্বাসের দূরত্বে পেয়েও যখন তোমার সব স্নায়ু তোমাতেই স্থিত
আমি তোমার সেই আত্মমগ্ন নৈসর্গিক সৌন্দর্য দেখি বিস্ময়ে;
তোমাকে দেখে আমার স্নায়ুও স্থিত হয়;
তারপর আমরা শৈশবের গল্প করি,
কখনো খুব নিকটে কড়া নাড়া বার্ধক্যের।
পৃথিবীর সবটুকু আলো মেখে পিচ্ ত্বকে
তুমি যখন মুখ দাও আমার বুকে
সেখানে শুধু কাছে থাকার যে আশ্বাস
তা জড়িয়ে রয় আমাকে অনাবিল সুখে।

রচনা কাল : ২৯.০৮.০৮

কবিতার সাথে তালাক

কবিতার সাথে আমার তালাক হয়ে গেল
এক বৃষ্টি বিমুখ রাতে
কাগজ সামনে নিয়ে তারপর থেকে
আমি কতদিন দিগ্বিদিক বসে কলম হাতে

সকাল ছড়নো পাখিদের মুখর শব্দ
মোবাইলের ঝংকারে কাটাকুটি জব্দ
ছন্দের বসতভিটা লোপাট
কবিতা জীবিকার কাছে যবন দিয়ে
অভিমানে টেনেছে কপাট

আমি ভাবি কবিতাকে আবার ঘরে তুলব
কোন এক বর্ষণমুখর নিশীথে
তাকে ফেলব না কোন হিল্লা বিয়ের সংঘাতে

কবিতার সাথে আমার তালাক হয়েছিলো
এক বৃষ্টিহীন রাতে
এখনো কাগজের বিছানায় কলম হাতড়ে চলি
বাদলধারা সঙ্গতে

*** তুমি কি আসবে কবিতা???***

রচনা কাল : ১৩.০৯.০৮

ইসাবেলার সাথে এসএমএস আলাপন

আমাকে তুমি -১

বাসায় শিকড়, আমার মস্তিষ্কে জট
আমার মাঝে শূন্যতার অনুভূতি হয় মাঝে মাঝে
তার ও হয় হয়তো!

মানুষ সারাজীবন নিজের প্রতিবিম্ব খোঁজে :
খুব অল্পকিছু ঈর্ষনীয় অপ্রতিদ্বন্দ্বী মানুষ পায়,
শুনেছি। দেখিনি। তুমি?

তোমাকে আমি - ১

আমি প্রতিবিম্ব খুঁজি না, খুঁজি আয়না
যেখানে ঝট করে মানুষ নিজেকে দেখে
চট করে গুছিয়ে নিতে পারে;
শূন্যতা পূর্ণ হবে এই আশায় মানুষ
যুতে থাকে সংসারে
আমার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী আমারই বিবশ ছায়া
যাকে ঘৃণা করেও ছাড়তে পারি না।
আমার হাত সংসারে থেকেও শূন্যে। তোমার?

আমাকে তুমি - ২

আমার বড় অভাব প্রতিদ্বন্দ্বীর!
নিজের সাথেই যুদ্ধ,
মান-অভিমান-তর্ক-শান্তিচুক্তি
কেউ ভাবে এত অহমিকা!
মনের ঠোঁটে একটুকরো হাসি ঝুলিয়ে
চোখ ফিরিয়ে নেই।
দিনের শেষে আমি আবার মগ্ন হই
একাকীত্বের চৈতন্যে...

তোমাকে আমি -২

গেয়ে যাই তুমিহীনা গান, লিখে যাই তুমিহীনা কবিতা
আকাশের গায়ে ছড়ানো তোমাদের ফ্ল্যাটবাড়ি
দূর থেকে দেখে ভাবি সেখানে সুখ ছড়ানো বেলোয়ারি
কাছে গিয়ে দেখি 'একাকীত্ব' ঐখানে ও ঘুমিয়ে
বুকের উপর রেখে হাত আড়াআড়ি
এসো তবে আবার মগ্ন চৈতন্যে নিজেকে খুঁজে ফিরি
অবসরে তোমার ঠোঁটের কোণে ঝোলানো
হাসি নিয়ে খেলা করি।

রচনা কাল : ১৮.০৯.০৮

অনির্ণিত, তাও সই, আমি তোমার 'বোন' নই

জানি সবাইকে দিয়ে কিছু উদ্বৃত্ত থাকলে
তবেই আমাকে তোমার মনে পড়বে;
আমি অনেকটা অহর্নিশ জ্বলা রাতবাতির পাশে
ডিমলাইট, যা থাকলে একটু আরাম হয়
কিন্তু অত্যাবশ্যক নয় কোনভাবেই।
তুমি খুব সহজভাবে বলে ফেলবে-
এগুলো তোমার শরীরি অনুপস্থিতির বিপরীতে
আমার সংক্ষুব্ধ মনের বহিঃপ্রকাশ।
আমাকে ছুঁলেই, চকিত চুম্বনে বিদ্ধ করলেই
আমি ভুলে যাব অভিযোগ।
সাময়িক ভুলি ঠিকই, তারপর আবার
নিঃসঙ্গতার অপার বিস্তৃত হা,
পুনঃ পুনঃ ইথারে, নেটে তোমার অপেক্ষা-
বিশ্বাসী মানুষ ঈশ্বরের কৃপা লাভের অভিপ্রায়ে
যেমন প্রতীক্ষায় থাকে, আমি তেমন থাকতে থাকতে
ভীষণ ক্লান্ত, বিষণ্ন তো বটেই।
যা সচরাচর মানুষ পেয়ে থাকে তার কোনটাই তুমি
আমাকে দিতে অপারগ।
কিন্তু তুমি আমার কাছ থেকে নির্ভুল ধারাবাহিকতা
সঠিক পরিসমাপ্তি আশা করো দৃঢ়ভাবে।
ইসাবেলা, কে কবে লিখে যেতে পেরেছে লাগসই 'এপিটাফ'
কে পারে লুকোতে ভালোবাসার প্রকৃত চিত্র-গ্রাফ!
এলোমেলো থাকি, তুলে নাও দয়া করে
আমাকে স্বাভাবিক মানুষ বানানোর দাবী।
আর যাই করো আমার হাতে বেঁধো না
ভাই ফোঁটার রাখী, আমি তোমার যেই হই
'বোন' হতে চাই না।

রচনা কাল : ২২.০৯.০৮

বাঁকে বাঁকে, সম্পর্ক কেমন বাঁকে?

সম্পর্কের পাটাতনে কবে ধরেছে ঘুণ, জানে না কাগুজে স্বজন
রাতঘুমে প্রাত্যহিক কাতে শোয়া সঙ্গীকে দেখে
বুঝতেও পারে না, তার চোখের শিরায় খেলে যাচ্ছে
কতটা পরিবর্তন!
সহ্য থেকে অসহ্যতে করে চলাচল
পুরাতন মেধা ও মনন -
থাকবে সবই একই একই রকম
এমন ধারণা বালখিল্য ও ভীষণ ভুল
পাল্টে ফেলেছে সিঁথি সেই আদি চুল,
দেখে ফেললে এক পলকে এসব অভিযোজন-
বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হতো না দু'টি জীবন;
আহা, কেন যে বোঝে না, দেখে না
কাগুজে স্বজন!!

রচনা কাল : ২৪.০৯.০৮

ফার্মের কবিতা, ওয়েলকাম টিউনসহ

কবিতার ডানা ছেঁটে দিয়েছি
সেও এখন বিদেশী ফার্মজাত;
মুখ লুকাবার কিছু নেই, হই না
নিজের পরিচয়ে বিব্রত।

আমি আধুনিক, করে নেব
কাট্ কিংবা কপি - পেস্ট
কবিতা দেখবে কিভাবে গড়ে নেবে
কৃত্রিম ফাইবারে সুখী সুখী নেস্ট।

প্রেম এখন ভাষা চায় না
চায় না অনন্য চিঠি, পদ্যের দুঃসময়ে
কেউ বোঝে না মানে
কি বলতে চায় 'আনত দিঠি'।
কবিতাকে তাই ছেঁটে কেটে করি অণুপদ্য
একশ ষাট বর্ণে এঁটে গেলেই হলো
প্রেমের এসএমএস এর জন্যে
তাই হয়ে উঠবে অনবদ্য।

বুড়ো আঙ্গুলের কারসাজিতে
জানবে মোবাইল কী-প্যাড
কি লিখতে আমি হেসেছিলাম,
কোন্ কথাটা আমায় করেছে স্যাড।

রচনা কাল : ২৯.০৯.০৮

অসমাধানযোগ্য কবিতার ধাঁধাঁ

যে আমাকে সর্বস্ব দিয়ে চায়
আমি তাকে ঠেলি অবহেলায়
যে আমাকে রাখে চাওয়ার তালিকায় সর্বশেষে
তার জন্যে আমি প্রাণও দিতে প্রস্তুত হেসে হেসে
ভালোবাসে যে, পারলাম না করতে আপন তারে
ভালোবাসি যারে কোনদিন পাবো না তাকে
আমার মনোদেহ দুয়ারে
এ এক অদ্ভূত জটিলতা জীবন জুড়ে
কেউ জানে না ত্রিমাত্রিক সম্পর্কের দাবানলে
কিভাবে এই একক আত্মা যাচ্ছে
অহর্নিশ পুড়ে...

রচনা কাল : ১৪.১০.০৮

এ কেমন বেঁচে থাকা

আত্মাহীন শহরে আত্মপ্রকৃতি বজায় রাখার এক অক্লান্ত খেলা খেলি
নখের রং লুকিয়ে। বিড়ালের মুখে ধরা পড়া নেংটি ইঁদুরের অবয়বে
বসে থাকি পিসি অথবা টিভির স্ক্রীনে চোখ সেঁটে;
রাতের মধ্যমার কোলেও এখন আর থামে না বোকা বাক্স
নিজেকে অচিন্ত ছেড়ে দেই বই এর পাতায় অথবা
চটুল গানের মূর্ছনায়। মনের গভীরে নামে না জল তুলতে
কোন সূক্ষ্ম ভাবনা, অযুত সারসের ডানায়

লেপ্টে গেছে সরলতার কাল। কোনক্রমে শুধু চব্বিশ ঘণ্টা গুজরান,
এই মৃত মানুষের আত্মা জানে না অতীত ভবিষ্যত বর্তমান।

এ কেমন বেঁচে থাকা??
রচনা কাল : ১৮.১০.০৮

অন্য আলোর প্রতিসরণে

তুমি সাধারণ, তোমার মাপা ভাবনা, চাপা চলন
তুমি মন দিয়ে পড়েছো জলপাই স্কুল কলেজে
তারপর বাণিজ্যে দিয়ে পাশ, ঢুকে গেছো
কড়ি গুণবার অক্ষয় চক্রে।
সপ্তাহ শেষে হাত বাড়িয়ে মাংসের তাল, ছানাপোনা,
নারী - তক্তপোশ। তোমার নিঃশ্বাস টানাতেও আপোস।
নীল ডানার প্রজাপতি নাক ছোঁয় না তোমার কল্পনাকে,
নিশির বুকে কান পেতে শোন না তুমি শিশিরের শব্দ
কড়ির গন্ধ তোমাকে তার চাইতে অনেক বেশি করে প্রলুব্ধ।
তুমি স্বাভাবিক হতে হতে সাধারণ,
তুমি আপোস করতে করতে ব্যক্তিত্বের খোঁজে উচাটন;
তুমি উন্মুল গ্রথিত বর্ষা জানো না,
তুমি তেপান্তর পেরোনো ঝড়কি বাজিতে আনতে পারো না কম্পন।
তবু তোমার শোকেসে থাকতে হবে 'অসাধারণ' যাকে
'অস্বাভাবিক'তার তকমা এঁটে ঝেড়ে ফেলতে চায়
তোমার গর্ভধারিণী ও অন্যান্য স্বজন, প্রতিক্ষণ।

ঝাউবনে ঝড় বয়, মীনের চোখের তারায় সমূহ লয়,
পুরুষ তুমি 'নয়ন' চিনলে না, তোমার মাপা ভাবনা, চাপা চলন.
সে ফাঁকে মৎস্যকন্যার আরশিতে পড়তেই পারে
অন্য আলোর প্রতিসরণ!
রচনা কাল : ১৮.১০.০৮

অ-জৈব পক্ষ

জড় অনুভূতিতে পাণ্ডুর পক্ষ
অকারণ ব্যস্ততার ঝুলি
আমার দু'কাঁধে চলছে দুলি।
কুটোকাটা সময়ের শ্রান্ত কক্ষ
রয়ে যাই দিন শেষে একই একই
উদ্বেল, অশান্ত, পুরোটাই অবিন্যস্ত।
কাকরঙা আকাশে ফেলে দু'চোখ
নির্মোহ সত্তা বিকাশে
দীর্ঘশ্বাসের অজেয় কালাপাহাড়;
ঘষটে যাই রুটিনের নিদ্রা আহার।
আমার 'আমি' আত্মনীল
শব্দের বুনোটে ঘুণ
কিছুই জানলাম না জীবনের ধারাপাত
আমার সবটাই শূন্যকে শূন্য দিয়ে গুণ।
ধ্যান নেই, ভালোবাসা না বাসায়
যক্ষ হৃদয় দেখে ছদ্মবেশী স্বদেশে
কেমন ফোটে ধর্মের হুল।
চোখের তারায় নৃত্যে চিতাভস্ম মাখা
অমানুষের চালচিত্র
দেশপ্রেমী হয়ে অথচ বারবার
আমি, তোমাকে সম্মান জানাতে চেয়েছি
ও আমার, দুঃখী মানচিত্র।
আমাকে ভুল বুঝো না ওহে সবুজ,
বৃক্ষের শান্তি দাও, অচিনপাখি
প্রতিস্থাপনে।
রচনা কাল : ০২.১১.০৮

অলিখিত উপন্যাসের স্ফূরণ আশা

আমার সুললিত পূর্ণিমা, দীঘল তারার রাত
কেন যে এভাবে ঢেকে দেয় মেঘের ক্রোধ!
দৃশ্যবিহীন ন্যাড়া খনিজ পাহাড়ের অ-সুখ,
কোষে কোষে বিভ্রমের খাঁজ কেটে যায় অক্লান্ত।
আমি অবুজ হয়ে সবুজ খুঁজি, ধূলায়
গড়াগড়ি নাক, অকালে ঝরে যাওয়া কেশ,
নীলিমার সহজ ভাষা বোঝার ক্ষমতা হারিয়ে
বেভুল হাঁটি স্পর্ধিত শহরে;

নৃশংস জেগে থাকা শরীর জানে, তার চাই
অমল ঠান্ডা; মৈথিলী কবিপ্রাণ করে
অর্থহীন হাহাকার, জানে না সে
তার হাতেই হয়েছে কবে শব্দের সংহার!
নীরব কলম পাশে নিয়ে কানকো চেপে
কাঁহাতক আর কাটা যায় একাকী সাঁতার!
বাক্যের বিবৃত পেশী অপেক্ষা করে
একটি অলিখিত উপন্যাসের স্ফূরণ ঘটাবে বলে-
তার দেয়ালে ঝুলে থাকে স্তম্ভিত সংসার,
জন্ম চাই, চাই প্রথম সুখ, তাপিত নিমন্ত্রণ,
এতবার সূর্যপাঠ শেষেও ঘটে না মেঘের নিষ্ক্রমণ।

(শুধু স্মৃতি করে যায় তার কাজ নির্ভুল,
আমি কি করব??)

অ-পরবের দিনগুলোতে

জৈব যাদু, তাও ব্যর্থ হয়ে যায়
অ-পরবের দিনগুলোতে।
বারুদে সভ্যতা পোড়া চামড়ায়
গুঁজে দেয় অনির্বাণ সলতে।
হাসি কান্নার ঠমক সরিয়ে
এখানে শুধু বাণিজ্যের পসার,
মূল্য সূচকে ওঠানামা করে
ভাগ্যলিপি, ললাটের রূপকার।
সীমান্ত স্বপ্নহীন, তার চাইতে বেশি
বিকৃতির পারদ,
অপধর্মের দাপানিতে, স্রষ্টা লজ্জিত
প্রতি বর্গমাইলে গারদ, গারদ।
'আমার', 'আমি' শব্দের গাঁথুনি
গড়ে যায় আত্মম্ভরিতার ফ্ল্যাট সটান,
'আমরা', 'আমাদের' যৌথ নক্শা
নীরবে নিজেদের গোটান।
এতটুকু ছায়া নেই, নেই স্নেহের জল,
বুকের মাঝে হু হু বয় লু হাওয়া
কোথায় সেই ফুলে ফুলে ঢাকা
'স্বাধীন' বনতল?

**কবি রুবি রহমানের জীবনসঙ্গী নূরুল ইসলাম ও সন্তান তমহর ইসলাম স্মরণে

আফসানা কিশোয়ার, গদ্য পদ্য মিলিয়ে লিখছেন গত ন'বছর ধরে। কিন্তু নিজেকে লেখক বা কবি হিসেবে দাবী করতে নারাজ। বাংলাদেশের ব্লগাররা তাকে কবি হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও আফসানা নিজেকে কবি হিসেবে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত।
৮মার্চ ঢাকাতে জন্মগ্রহণকারী আফসানা যেমন কবিতা লিখছেন তেমনি লিখে যাচ্ছেন ফিচার, গল্প ও । ২০০৫ সালে বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের উপর লেখা কবির 'প্রবাসের খেরো কবিতা' র প্রকাশ ও ভিডিওচিত্র নির্মাণ করে মালয়েশিয়ায় অভিবাসী শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করছে এমন একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা 'টেনাগানিটা'। **'অ-পরবের দিন'** তার ষষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। কবি বর্তমানে একটি বিদেশী ব্যাংকে কর্মরত।

লেখকের প্রকাশিত বই :

ভাবছেন নির্লজ্জ, কিচ্ছু যায় আসে না	ফিচার সংকলন একুশে বইমেলা ২০০৮	ইত্যাদি গ্রন্থপ্রকাশ
জলপাই, অপছন্দ যে কারণে	কবিতা একুশে বইমেলা ২০০৮	উৎস প্রকাশন
পাল্টায় নারী, বাহারি	কবিতা একুশে বইমেলা ২০০৭	অন্যপ্রকাশ
পাখি ও সম্রাজ্ঞী	গল্পসংকলন একুশে বইমেলা ২০০৭	ইত্যাদি গ্রন্থপ্রকাশ
ত্রৈরাশিক	বড়গল্প একুশে বইমেলা ২০০৫	কারসাফ
শব্দোৎসব	কবিতা একুশে বইমেলা ২০০৫	ইত্যাদি গ্রন্থপ্রকাশ
নস্টালজিয়া	ছোটগল্পের অণুগ্রন্থ একুশে বইমেলা ২০০৫	ইত্যাদি গ্রন্থপ্রকাশ
নিষিদ্ধ ইশতেহার	অণুকাব্যগ্রন্থ একুশে বইমেলা ২০০৫	ইত্যাদি গ্রন্থপ্রকাশ
রোজনামচা : ভালোবাসা	কাব্যোপন্যাস মে ২০০৪	শিখা প্রকাশনী

আশাহীন সময়ে উৎসবের দিনও কবির কাছে মলিন পরবহীন মনে হয়। তথাকথিত ইসলাম প্রেমীদের দেশের উপর চালানো ধারালো নখর তাকে ক্ষতবিক্ষত করে তোলে। বিশিষ্ট কবি রুবি রহমানের জীবনসঙ্গী রাজনৈতিক নূরুল ইসলাম ও সন্তান তমহর ইসলামের অপমৃত্যু তাকে করে তোলে গভীর দুঃখে ভারাক্রান্ত।

আফসানা সম্পর্কের নামকরণে খুঁজে পান দারুণ অনীহা। বাবার মতো, বোনের মতো বলে কোন সম্পর্ক নেই তার মতে। বাবা একজনই, বোনও সেরকম, প্রেমিকার স্থান শুধুই প্রেমিকার। সেটাই বলে ফেলেন তার "অনির্ণিত, তাও সই, আমি তোমার 'বোন' নই" - কবিতাটতে। তবু প্রতিদিন রিলেশন নির্ভর জীবনযাপনকেই তিনি মেনে নিয়েছেন, হয়তো সঙ্গীর শূন্যতা অথবা নিজেকেই পূর্ণ করতে! আমাদের সবকিছুই এখন হাইব্রিড, তিনি কবিতাকেও তাই ফার্মজাত বলে ব্যঙ্গ করেন অনায়াসেই। যুগ যন্ত্রণা মোবাইলকে নিজের মাঝে আত্ম করে, প্রেমের অনুসঙ্গ ভেবে একপ্রকার আশাবাদই ব্যক্ত করে ফেলেন এখন থেকে একশ ষাট বর্ণের পদ্য লিখবেন তার বেশি নয়!

আমাদের প্রাত্যহিকতার, চক্রপিষ্ট বৈচিত্র্যহীন জীবনকে কেমন নৈর্ব্যক্তিকভাবে দেখা যায় তারই শব্দচিত্র এঁকে গেছেন কবি আফসানা কিশোয়ার তার এই বইয়ের কবিতাগুলোতে।

নিজেকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে প্রতিনিয়ত পথ চলেন, করণিক জীবনকে গভীরভাবে অপছন্দ করলেও তা থেকে যে সহজে মুক্তি নেই তা জেনে তিনি নিজেকে অ-মুক্ত ভাবেন, বন্দী নয়। কবিরা আর যাই হোক বন্দীত্বর মাঝে নিজেকে অভিযোজিত করতে পারে না। নিজের কষ্টকে আকাশের কাছে গচ্ছিত রেখে প্রতিদিনের বেঁচে থাকাকে জরুরী অবস্থার মাঝেও স্বাভাবিক ভাবার, করার প্রয়াসে পদ্যের লাঙ্গল শব্দের জমিনে আছড়ে আফসানা কিশোয়ার ভালোবাসায় বেঁচে থেকে জীবিকার রিলে রেস খেলে যান কাব্যিক ঢঙে, নিঃসংকোচে।

অ - পরবের দিন

আফসানা কিশোয়ার

উৎসর্গ

দূরের প্রেম
যাকে
পাবো না কখনো
পেতে চাই না বলে

অ-পরবের
দিন
আফসানা কিশোয়ার